আজ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রায় ত্রিশ হাজার নিবন্ধীত সমবায় সংগঠন রয়েছে, যাদের সম্পদের পরিমান প্রায় তিন ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। তারা বছরে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেন। তাদের রয়েছে ১০ লক্ষ্য সদস্যের বিচক্ষণ এক কর্মী বাহিনী।

সমবায় আন্দোলন-বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বিশ্বে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস কয়েশত বছরের হলেও, বাংলাদেশে সমবায়ের ইতিহাস মাত্র এক শত বছরের। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ঋণদান সমিতির ইতিহাস মাত্র ৬০ থেকে ৬৫ বছরের। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের একশত বৎসর পূর্তি উৎসব পালন করা হয়েছে। বিশ্ব সমবায় আন্দোলনে আমরা শতবছর পার করেছি। কিন্তু সে দাবী কি আমরা করতে পারি যে, আমরা সমবায় বোদ্ধা, আমরা সমবায় সমন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখি। পারি না কেননা বিগত একশত বছরে সমবায় খাতে আমাদের অর্জন কতটুকু তা আজও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে র্নিদিধায় এটা বলা যায় যে, গত একশত বছরে যে অবদান সমবায় ক্ষেত্রে রাখার কথা ছিল, যে ভূমিকা সমবায় কর্তৃক দেশ গঠনে পালন করার কথা ছিল, যে অর্জন সমবায়ের ক্ষেত্রে অর্জিত হওয়ার কথা ছিল তা অর্জিত হয়নি। সমবায় আন্দোলনে আমাদের অর্জন সন্তসজনক না হওয়ার প্রধান কারন হলো সরকারী ভাবে সঠিক ও সময়োপযোগী পৃষ্ঠপোষতকতা, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সহযোগিতা না পাওয়া। এমন কি পূঁজিপতি ও শিল্পপতিদের পাশাপাশি সমবায় ভিত্তিক সংগঠন ও শিল্প উদ্যোগ, সমবায় কৃষি খামার, সমবায় বিপনী ও অন্যান্য সমবায় উদ্যোগ এখনো নেয়া হয়নি।
অন্য দিকে বলা যায় দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠি হলো দ্ররিদ্র, নিম্ন আয়ের, অশিক্ষিত ও প্রাচীন ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী। দেশের এ বিরাট জনগোষ্ঠিকে আমরা সমবায় আন্দোলনে সংস্পৃক্ত করতে পারিনি। তাদেরকে আমরা সমবায় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারিনি। তাছাড়া দেশে যে গুটি কয়েক সমবায় বিশেষজ্ঞ ও বিশেষায়িত সমবায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে তা চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেবার পর সমবায় আন্দোলনকে আরো বেগবান করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নিয়েছে। এমন কি সমবায় খাতে উন্নয়নের কি কি অসুবিধা তা কাটিয়ে উঠার পন্থা খুজেঁ বের করার জন্য একজন সচীবকে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি তার কাজ শুরু করেছেন। আমরা আশাবাদী সমবায় আন্দোলনকে আরো গতিশীল করে দেশ ও জাতি গঠনে সরকারের সমবায় মন্ত্রনালয় আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ নদী বিধৌত প্লাবন সমভূমির দেশ। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের জনগনের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি কাজ। জঙ্গলাবেষ্ঠিত, বর্ষায় প্লাবিত বন্যায় ধৌত জমিতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপাদন করে ঘরে তোলা ছিল অত্যন্ত ভাগ্যের ব্যাপার। জমির পাকা ফসল এক রাত্রের বৃষ্টিতে তলিয়ে যেত। পাহাড়ী ঢলে ধুঁয়ে যেত জমির সমস্ত ফসল। কষ্টের ফসল হারিয়ে, অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটতো তাদের। চোখের সামনে প্রিয় সন্তানের শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে, বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছে প্রিয় সন্তান। এমন বিপদের সময় টাকার জন্য হন্যে হয়ে উঠে পিতা-মাতা। যে কোন মূল্যে বাঁচাতে হবে প্রিয় সন্তানকে। কিন্তু টাকা কোথায়? উপায় একটি-ই মহাজনদের নিকট হতে চড়া সুদে টাকা ধার নেয়। বছরের পর বছর বাড়তে থাকে দেনা। দেনা শোধ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে মহাজনের ঘরে যায় জমির ফসল। ফসলের পর জমি, জমির পর বাড়ী। এভাবে নিঃস্ব হয় কৃষক ও গ্রামের দরিদ্র জনগন।

এমন নাজুক পরিস্থিতি যখন বাংলাদের মানুষের, তখনই অর্শীবাদ হয়ে এলো সমবায় ধারণা। সমাজের কিছু চিন্তাশীল সমাজ নেতা ও সমবায় সংগঠক বাংলাদেশের মানুষদের কিভাবে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করা যায় তার পথ খুঁজতে শুরু করনে। তারা পথ খুঁজতে থাকলেন কিভাবে সমাজের সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, কি ভাবে সমাজের অর্থ-সামাজিক দুরাবস্থা থেকে মুক্ত করা যায় এদেশের মানুষকে, কিভাবে আর্থিক স্বনির্ভরতা আনার মাধ্যমে সামাজিক সম্পদ বেহাত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়, মুক্তির প্রয়াসে সমবায় ও চিন্তাশীল সমাজ সংগঠদের বলিষ্ঠ উদ্যোগ, নেতৃত্ব ও পরিশ্রমের ফলে সংগঠিত করতে হয় গ্রামীন দরিদ্র, নিঃস্ব ও অশিক্ষিত মানুষগুলোকে।